ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য:

ভাষা হলো মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি, যা কোনো নির্দিষ্ট জনসমাজে পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশের প্রধান বাহন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

১) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে– "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।"

২) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে– "মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা।"

৩) ড. সুকুমার সেনের মতে– " মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

অর্থাৎ, ভাষা হলো মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি, যা কোনো নির্দিষ্ট জনসমাজে পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশের প্রধান বাহন।

ভাষার বৈশিষ্ট্য :

ভাষার নিজস্ব কিছু সহজাত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে অন্য যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন প্রাণীদের সংকেত) থেকে আলাদা করে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. মনেরভাব প্রকাশের মাধ্যম: ভাষা মানুষের মধ্যে তথ্য ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. বাগযন্ত্রের সাহায্য ও কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি: ভাষা মূলত মানুষের মুখগহ্বর, জিহ্বা, তালু, দন্ত ও ওষ্ঠের মতো বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়।

৩. অর্থপূর্ণতা ও সুশৃঙ্খল গঠন: যেকোনো ধ্বনিই ভাষা নয়। ভাষার ধ্বনি বা শব্দকে অবশ্যই স্পষ্ট অর্থ বহন করতে হবে।

৪. ব্যাকরণগত কাঠামো: প্রতিটি ভাষা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও ব্যাকরণগত কাঠামো (যেমন শব্দবিন্যাস ও বাক্য গঠন) মেনে চলে।

৫. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যম: ভাষা এককভাবে তৈরি হয় না, এটি একটি সমাজের মানুষের পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে টিকে থাকে। ভাষা মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়, এটি সমাজ ও পরিবার থেকে শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৬. পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতা: ভাষা কখনো চিরকাল এক জায়গায় স্থির থাকে না। দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিবর্তনে ভাষার রূপও বদলে যায়।

৭. নির্দিষ্ট জনসমাজে ব্যবহৃত হয়: ভাষা নিয়ে একটি জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাই প্রতিটি ভাষা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৮.কাল্পনিক চিন্তা প্রকাশ: ভাষার মাধ্যমে মানুষ বর্তমান সময়ের বাইরে গিয়ে অতীত বা ভবিষ্যতের কাল্পনিক ঘটনা নিয়েও আলোচনা করতে পারে।

৯.সীমাহীন বাক্য গঠন: মানুষ ভাষার সীমিত কিছু ধ্বনি ও শব্দ ব্যবহার করে অসংখ্য এবং সম্পূর্ণ নতুন নতুন বাক্য তৈরি করতে পারে।